

Vol. 32 | No. 1 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রাজশাহী জেলার মেয়েলী গীতির ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

Volume	32
Issue	1
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	পি. এম. সফিকুল ইসলাম
Published online	July 15, 2025
DOI	10.62328/sp.v32i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i1.6
Pages	151-168
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রাজশাহী জেলার মেয়েলী-গীতির ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

পি. এম. সফিকুল ইসলাম

বাংলা উপভাষা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক গবেষণা হয়েছে। উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করে ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলা উপভাষা-কে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন। উপভাষা নিরক্ষর মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত, অনেক অক্ষরজ্ঞানসম্পন লোকজনও উপভাষায় কথা বলে থাকে। মেয়েলী-গীতগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরক্ষর মেয়েদের মুখে মুখে রচিত, বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই তা সমস্বরে অথবা এককভাবে গীত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবে মেয়েলী-গীতে একটি বিশেষ অঞ্চলের উপভাষার প্রভাব পড়তে বাধ্য। কিন্তু এ-পর্যন্ত মেয়েলী-গীতের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। 'একটি লোকগীতিকায় চট্টগ্রামের উপভাষা'[১] শিরোনামে অনিমেষকান্তি পাল সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছেন, তবুও তা মেয়েলী-গীত নিয়ে নয়।

উল্লিখিত হয়েছে যে মেয়েলী-গীতগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরক্ষর মেয়েদের মুখে মুখে রচিত এবং তারা উপভাষাতেই কথা বলে থাকে। কিন্তু মেয়েলী-গীতগুলোর ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং মেয়েলী গীতগুলোর বৈশিষ্ট্য-এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। আলোচ্য প্রবন্ধে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার মেয়েলী-গীত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাগমারা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতগুলোতেও উপভাষা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও গীতগুলো শোনা মাত্র বলে দেওয়া যায় যে, এগুলো রাজশাহীর উপভাষাতে রচিত। আমাদের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় চলিত কথ্য ভাষা থেকে সাহিত্যের ভাষা অনেকাংশে স্বতন্ত্র। মেয়েলী-গীতের ক্ষেত্রেও নিরক্ষর মেয়েরা মুখের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র কিছু রূপমূল ব্যবহার করে থাকে। এমনও হতে পারে গীতগুলো বহু পূর্বে রচিত। যুগের পর যুগ মুখে মুখে এগুলো প্রচলিত আছে এবং

সেক্ষেত্রে পুরোনো দিনের কিছু রূপমূল গীতগুলো ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। অর্থাৎ মেয়েলী-গীতগুলো উপভাষায় রচিত হ'লেও তার নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আবার সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও সমাজে মেয়েদের রূপমূল ব্যবহারে সামাজিক পরিবেশ প্রতিফলিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক—উভয় দিক থেকে মেয়েলী-গীতগুলো বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

রাজশাহীর মেয়েলী-গীতগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনার পূর্বে এ-অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও উপভাষার স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন। তাহ'লে মেয়েলী-গীতে উপভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হ'তে পারবে।

একটি উপভাষা বিশেষ একটি ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা-রেখার বাইরে মধ্যযুগে লোক-জনের যোগাযোগ প্রায় ছিল না। ফলে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে আবার পৃথক উপভাষা প্রচলিত হয়েছে। রাজশাহী জেলা ভৌগোলিক দিক থেকে তিনভাগে বিভক্ত:—ক. বরেন্দ্র অঞ্চল, খ. সমভূমি অঞ্চল ও গ. নিম্নভূমি অঞ্চল। বাগমারা উপজেলা নিম্নভূমি অলেঞ্চর অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগেও ইংরেজ আমলে এ-অঞ্চল নাটোর মহারাজা, তাহিরপুরের রাজা ও অন্যান্য ছোট ছোট জমিদার দ্বারা শাসিত হতো। সে সময় এ-এলাকায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না, ছিল না সুবিন্যস্ত পথ-ঘাট। চলনবিলের সঙ্গে এ-অঞ্চলের গভীর বিল, খালের সাদৃশ্য রয়েছে। বহুপূর্বে এ-অঞ্চল চলনবিলের-ই অংশ ছিল বলে এলাকাবাসীর ধারণা। সে সময় এলাকায় একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম ছিল নৌকা। আত্মীয়তা, হাট-বাজার ও আইন-আদালতের প্রয়োজনে এ-অঞ্চলের লোকজন বড়জোর নাটোর, তাহিরপুর বা আত্রাই পর্যন্ত যেত। তাহিরপুর, আত্রাই ছিল এ-এলাকার সবচেয়ে বড় ব্যবসা কেন্দ্র। যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায়, বিলাঞ্চল ও বন এলাকা হওয়ায় এ-অঞ্চলের সাথে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি যথা—বরেন্দ্র বা সমভূমি এলাকার যোগাযোগ খুব কমই ছিল। এ-এলাকার প্রধান নদী আত্রাই। শিব, বারানই, ফকীরনী শাখা নদী। তাছাড়া রয়েছে ছোট ছোট অনেক খাল ও নদী। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এ-বিস্তীর্ণ এলাকার জনগণের মুখের ভাষা প্রায় একই রকম।

বাগমারা উপজেলার সঙ্গে আত্রাই, রাণীনগর, মোহনপুর, মান্দা, সিংড়া উপজেলাসমূহের এবং পুঠিয়া, দুর্গাপুর, নাটোর সদর উপজেলার নিম্নভূমি এলাকার মুখের ভাষায় সাদৃশ্য রয়েছে। উল্লিখিত উপজেলা-সমূহ বৃহত্তর রাজশাহী জেলার নিম্নভূমি অঞ্চল। এ-বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় পনের লক্ষ লোকের বাস। তার মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে ২০%। অর্থাৎ পাঁচভাগের চারভাগ লোক এখনও অশিক্ষিত বা নিরক্ষর। এ সমস্ত জনগণ উপভাষায় কথা বলে থাকে, শিক্ষিত লোকজনও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষা ও অশিক্ষিত জনগণের মুখের ভাষার মধ্যে কিছু তারতম্য আছে। তবে উভয়ের কথোপকথনই উপভাষা পর্যায়ভুক্ত। স্থানগত পরিচয়ে এ-এলাকা রাজশাহীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল হওয়ায় একে 'রাজশাহীর উপভাষা' বলে চিহ্নিত করা যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে রাজশাহীর উপভাষা সম্পর্কে। কেননা উত্তর বঙ্গের উপভাষাকে বলা হয়েছে 'বরেন্দ্রী' উপভাষা। সে অর্থে উল্লিখিত এলাকার উপভাষাকে বরেন্দ্রী বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন[২] উত্তর বঙ্গের উপভাষাকে 'বরেন্দ্রী' উপভাষা বলেছেন। উত্তর বঙ্গের উপভাষার উপর গবেষণা হয়নি বললেই চলে। আবদুর রহিম খোন্দকার নবাবগঞ্জ ও মালদা জেলার উপভাষা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন 'গৌড়ীয় উপভাষা'[৩] শিরোনামে। এ-আলোচনায় দেখা গেছে উত্তর বঙ্গের অন্যান্য এলাকা থেকে নবাবগঞ্জের উপভাষা স্বতন্ত্র। যদিও নবাবগঞ্জ 'বরেন্দ্রী' উপভাষার অন্তর্ভুক্ত। লেখকের রাজশাহীর উত্তরাঞ্চলের উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক ভূমিকা'[৪] প্রবন্ধে রাজশাহীর নিম্নভূমি এলাকার উপভাষা সম্পর্কিত আলোচনা থেকে দেখা যায় রাজশাহীর নিম্নভূমি অঞ্চলের উপভাষা নবাবগঞ্জের 'গৌড়ীয় উপভাষা' থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। গবেষণা করলে পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুরের উপভাষাসমূহের পৃথক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে বরেন্দ্রী উপভাষার নতুন শ্রেণীকরণ প্রয়োজনীয় হতে পারে।

রাজশাহীর নিম্নভূমি অঞ্চলের উপভাষাকে 'বরেন্দ্রী' না বলে 'রাজশাহীর উপভাষা' বলে চিহ্নিত করে মেয়েলী গীতে রাজশাহীর উপভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনায় এ-উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন উল্লিখিত ভৌগোলিক পরিবেশে

নিরক্ষর মেয়েরা মুখে মুখে গীতগুলো রচনা করেছে। নীচে রাজশাহীর উপভাষার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে দেওয়া হলো, এতে মেয়েলী-গীতে ব্যবহৃত উপভাষার সঙ্গে তুলনা করা সহজতর হবে।

১. ধ্বনিতত্ত্ব :

১.১. রাজশাহীর উপভাষায় শুধুমাত্র পশ্চাৎ দন্তমূলীয়/শ/ধ্বনি সর্বত্র রক্ষিত।

১.২. পদাদিতে ঘোষ ও অঘোষ সব মহাপ্রাণ ধ্বনি রক্ষিত। পদ-মধ্যে ও অন্তে ঘোষ ও অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি লোপ পায়।

১.৩. রাজশাহীর উপভাষায় অপিনিহিতি বা অভিশ্রুতিও নেই। উপভাষায় ধ্বনিসমূহ পরিবর্তিত হয়ে অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির মাঝামাঝি স্তরে রয়েছে। আবদুর রহিম খোন্দকার একে 'অর্ধ-অপিনিহিতি'[৫] বলেছেন, যথা—

রাখিয়া > রাইখ্যা > আ'ক্যা

করিয়া > কইর‍্যা > কর‍্যা ইত্যাদি

১.৪. পদাদিতে ও পদান্তে সন্মুখ নিম্ন মধ্য/এ্যা/স্বরের আধিক্য।

১.৫. পদাদিতে পশ্চাৎ উচ্চ/উ/ স্বরের অধিক ব্যবহার।

১,৬. যুক্তাক্ষর লোপ।

১.৭. স্বরসংগতির মাধ্যমে বেশির ভাগ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়।

২. রূপমূলতত্ত্ব :

২.১. সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপে রাজশাহীর উপভাষার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য উপভাষায় নেই। মূলতঃ স্বতন্ত্র ক্রিয়া-বিভক্তির কারণে 'রাজশাহীর উপভাষা'কে একটি পৃথক উপভাষা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

২.২. পঞ্চমীতে / যিনি/. হিনি /, সপ্তমীতে / তা / বিভক্তির ব্যবহার।

২.৩. ক্রিয়াপদে রূপমূলের অন্তে—/ ব্যার / প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা- / করব্যার/, /তুলব্যার/, /বুলব্যার/ ইত্যাদি।

৩. পদক্রম :

পদক্রম প্রামাণ্য ভাষার ন্যায়। তবে প্রামাণ্য ভাষায় বাক্যে মধ্যম পুরুষে সম্মানার্থে ক্রিয়ার শেষে/ন/ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'রাজশাহীর উপভাষায়' তা সাধারণার্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা-/তুমি যাবেন?/ (তুমি যাবে) ?) /তুমি লিবেন ?/ (তুমি নিবে?)

৪. উপভাষায় যে রূপমূল রয়েছে—তার অনেকগুলি অন্য উপভাষায় নেই, এমন কি 'বরেন্দ্রী' উপভাষায় অন্য এলাকায় তা অনুপস্থিত।

রাজশাহীর মেয়েলী গীতগুলোর ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়—এগুলোতে রাজশাহীর উপভাষার প্রয়োগ ঘটলেও, অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। প্রায় বিশটি মেয়েলী গীত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ঊনষাটটি (৫৯) বিশেষ্য-বিশেষণ বাচক রূপমূল ও বিশটি (২০) ক্রিয়াবাচক রূপমূল উপভাষায় ব্যবহৃত রূপমূলের সাথে অভিন্ন। অন্যদিকে সাতাশটি (২৭) বিশেষ্য-বিশেষণ বাচক রূপমূল ও ছাব্বিশটি (২৬) ক্রিয়াবাচক রূপমূল উপভাষার বিশেষ্য-বিশেষণবাচক রূপমূল ও ক্রিয়াবাচক রূপমূল হতে স্বতন্ত্র। এ সমস্ত পৃথক রূপমূল থেকে দেখা যায় উপভাষার বেশ কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়েছে।

প্রথমত মেয়েলী গীতে ক্রিয়াপদের ব্যবহার:

(ক) রাজশাহীর উপভাষায় অপিনিহিতি নেই। মেয়েলী-গীতগুলোতে কোন কোন সময় অপিনিহিতির প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

চইল্যা যাব যাবরে ময়না মদু মালার দ্যাশে
বিপকেশ ভরা আচেরে গয়না আবার কইরো বিয়া।

এখানে/ চইল্যা/, /কইরো/ ক্রিয়াপদে অপিনিহিত/ ই/ এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এভাবে/ অইল/, থুইল / প্রয়োগ মেয়েলী গীতে পাওয়া যায়।

(খ) এ-উপভাষায় সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার দুর্লভ। কিন্তু মেয়েলী গীতে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে সাধু ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটেছে, যথা/— /বসিল/, /ভাংগিল/,/করিল/, হাঁটিয়াই/, /নামিলাম/, ইত্যাদি। যথা-

বলি নতুন পয়কোড়ে নেমে গেল রেণুকা,
উত্ত সেন্দুর ঢালিয়া ফেলিব রেণুকাক যেতে দিবনা'।....
উও সেন্দুর খুঁটিয়া পরাব রেণুকাক যেতে দিবনা।',—

এখানে/ ঢালিয়া ফেলিব/, সাধু ক্রিয়ার উদাহরণ। / খুঁটিয়া পরাব। একই অসমাপিকা ক্রিয়ায় সাধু-চলিতের মিশ্রণের দৃষ্টান্ত।

(গ) চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার মেয়েলী-গীতে যেভাবে ঘটেছে উপভাষায় তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। মেয়েলী গীতে ব্যবহৃত

অনেক ক্রিয়াপদ প্রামাণ্য ভাষার ক্রিয়াপদের মতো।
/ পরাব/, /শুবরে/, /মরব/, /দিব/, /তুলতে/, /যাব/ ইত্যাদি।
একটি গানের কিছু অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা হো'ল :—

'জামাই বাবু আস্যাচে দুদের সাগরে মা'
উও জামাই লিবনা ত্যাল ও পরেনি মা।
কদম তলে নামাব ত্যালও পরাব মা', . . .

এখানে/ নামাব/, /পরাব/ প্রমাণ্য ভাষার ক্রিয়া পদ। চলিত কিয়া-পদের অনুকরণে এসেছে/ লিবনা / ক্রিয়াপদ। উপভাষায় এ ক্রিয়া পদের রূপ/ নিমুনা।।

(ঘ) অনেকগুলো ক্রিয়া মেয়েলী গীতে দেখা যায়---যেগুলো চলিত শিষ্ট, অথবা রাজশাহীর উপভাষা বা সাধু ক্রিয়ার মত নয়। হয়ত অন্য কোন উপভাষায় এর প্রয়োগ ঘটে অথবা আদৌ কোন উপভাষায় এর প্রয়োগ হয় না। যথা—

/নিয়্যা/, /'আ'লাম/ (এলাম), /করাচি'/, /রয়না/, /আন্যাচ/, /লিবনা/, /থনযে/, /লাচ'পো/, /শুয়্যা/ ইত্যাদি।

লক্ষণীয় যে, রাজশাহীর উপভাষায় পদের আদিতে অল্পপ্রাণ ঘোষ নাসিক্য দন্ত ধ্বনি/ ন/ স্থলে অল্পপ্রাণ ঘোষ পার্শ্বিক দন্তমূলীয়/ ল/ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ফলে /নেওয়া/, নিবনা/ /নাচব/ইত্যাদি ক্রিয়াপদ মেয়েলী গীতে যথাক্রমে/, লয়্যা/, /লিবনা/ ও/ লাচ'পো/ রূপে ব্যবহৃত। তবুও এই ক্রিয়াপদগুলি রাজশাহীর উপভাষার মত নয়/ রাজশাহীর উপভাষায় ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে/ লিয়্যা/, নিমুনা/, / নাচ'মু ইত্যাদি রূপে অর্থাৎ ক্রিয়া-বিভক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎকালে উপভাষায় যেখানে ব্যবহৃত হয়/ /মু/, সেখানে মেয়েলী গীতে এসেছে প্রামাণ্য, ভাষার মত/ ব/। আবার উপভাষায় সেখানে অল্পপ্রাণ ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয়/ র/পদাদিতে লোপ পায়, সেখানে মেয়েলী গীতে ব্যবহৃত হয়েছে / রয়না/।

মেয়েলী গীতগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় :

(১) মেয়েলী-গীতে অপিনিহিতির প্রয়োগ কখনও কখনও লক্ষণীয়,
(২) সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ কখনও কখনও ব্যবহৃত,
(৩) উপভাষা-প্রামাণ্য ভাষার মিশ্রিত ক্রিয়াপদ কোন কোন সময় ব্যবহৃত।

অন্যত্র উপভাষায় অপিনিহিতির প্রয়োগ বিরল। সাধু ও চলিত ক্রিয়া-পদের ব্যবহার নেই। উপভাষায় আছে নিজস্ব কিয়াপদ। উপভাষা থেকে স্বতন্ত্র মেয়েলী গীতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের একটি তালিকা দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে প্রামাণ্য ভাষার ক্রিয়া ও উপভাষার ক্রিয়াপদও উল্লেখ করা হলো। যেমন,

মেয়েলী-গীতে ব্যবহৃত ক্রিয়া	উপভাষার ক্রিয়া	প্রামাণ্য ভাষার ক্রিয়া
/লয়্যা/	/লিয়্যা/	/নিয়ে/
/আ'ল্যাম/	/আনু/	/এলাম/
/কর্য়াচি/	/করিচি/	/করেছি/
/অইল/	/থাকল/	/রইল/
/রয়না/	/থাকে না/	/রয়না/
/চইল্যা/	/চল্যা/	/চলে/
/যাব/	/যামু/	/যাব/
/কইরো/	/ক'রো/	/ক'রো/
/বসিল/	/বস'ল/	/বসল/
/ভাংগিল/	/ভাংলো/	/ভাংগল/
/করিল/	/করল/	/করল/
/আন্যাচ'/	/আনিচেন/	/এনেছেন/
/আস্যাচে'/	/আলচে/	/এসেছে/
/লিবনা/	/নিমুনা/	/নিবনা/
/পরাব/	/পরামু'/ ফিন্দ্যামু	/পরাব/
/শুবরে/	/শুতমু,/	/শুব/
/মরব/	/মরমু/	/মরব/
/দিব/	/দিমু/	/দিব/
/হাঁটিয়াই/	/হাঁট্যা/	/হেঁটে/
/থনযে/	/আক্যা/	/রেখে/
/নামিলাম/	/নামনু/	/নামলাম/
/লাচ'পো/	/লাচ'মু/	/নাচব/
/তুলতে/	/তুলব্যার/	/তুলতে/
/শূয়্যা/	/শূত্যা/	/শুয়ে/

(ঙ) মেয়েলী-গীতে উপভাষা থেকে স্বতন্ত্র উক্ত ক্রিয়াপদগুলি ছাড়া উপভাষার ক্রিয়াপদও রয়েছে বিশটি। অর্থাৎ একই গীতে রয়েছে উপভাষার ক্রিয়া ও উপভাষা থেকে স্বতন্ত্র ক্রিয়া। একই ভাবে রয়েছে উপভাষার রূপমূল ও উপভাষা থেকে স্বতন্ত্র রূপমূল। যেমন,

ময়নার আব্বা ডাকে সন্দেশ খায়্যা যাওরে,
ময়নার আব্বা ডাকে গুল্লা খায়্যা যাওযে,
উও গুল্লা আব্বা বয়মে রাখিয়া থনযে,
উও সন্দেশ আব্বা পুটলে রাখিয়া থনযে।
হাটিয়াই যাইতে ময়না অবে অতন জলে।
আর বাঁশী বাজে, চলিয়াই যাইতে ময়না চলনা বাজে বাজে।
ময়নার আম্মা ডাকে দুদ ভাত খায়্যা যাওযে,
.....
ময়নার আব্বা ডাকে মাচ-ভাত খায়্যা যাওযে,
যাওয়ার কালে কি দুদ-ভাত ভালই লাগে
যাওয়ার কালে কি আব্বা মাচ-ভাত ভালই লাগে
বুজের আব্বা হয়্যা ব্যাবুজ কতা কুনযে।

এ-গীতটিতে/খায়্যা/, /হয়্যা/ ক্রিয়াপদ রাজশাহীর উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু/রাখিয়া/, /থনযে/ ক্রিয়াপদের ব্যবহার উপভাষায় নেই। তবু গীতটিতে যে-সমস্ত রূপমূল ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে ভাষার মিশ্রণ থাকলেও গীতটি যে রাজশাহীর উপভাষায় রচিত তাতে সন্দেহের অবকাশ কম।

এবারে মেয়েলী-গীতে ব্যবহৃত উপভাষার সাথে অভিন্ন ক্রিয়াপদের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

মেয়েলী গীতে ব্যবহৃত উপভাষার ক্রিয়াপদ	প্রামাণ্য ভাষার ক্রিয়া
/কান্দন/	/কাঁদা/
/বিন্যান/	/কাঁদা/
/আ'লো/	/এলো/
/বস্যা/	/বসে/

/ভাংগ্যা/	/ভেঙে/
/চাবে/	/চাইবে/
/চু'ক্যা/	/চুকে/
/চুক্যা/	/চুকে/
/লে/	/নে/
/বুলবে/	/বলবে/
/খায়্যা/	/খেয়ে/
/অবে/	/রইবে/
/গেলু/	/গেলি/
/থুয়্যা/	/রেখে/
/শুয়্যা/	/শুয়ে/
/আলচে/	/এসেছে/

মেয়েলী-গীতে ব্যবহৃত রূপমূল :

(ক) মেয়েলী-গীতে কোন কোন সময় সাধু ভাষার ও তৎসম রূপমূল ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

দুইখ্যান সাবান হস্তে লয়্যা আমি
ক্যানবা আ'লাম নাইতে জলে
.....
আস্তে ধীরে মারো বৈটা মাজি
ছেলার কান্দন শুনিরে
ছেলার কান্দন য্যামন ত্যামন মাজি
স্বামীর বিন্যান বেশীরে।...

গীতটিতে/ হস্তে/, /স্বামী/ তৎসম রূপমূল। /দুইখ্যান/সাধুভাষার সংখ্যা-বাচক রূপমূল। এভাবে বিভিন্ন মেয়েলী গীতে/যাহার/, নৌকো/, /ক্যানবা/ ইত্যাদি রূপমূল পাওয়া যায়।

খ. মেয়েলী গীতে প্রামাণ্যভাষার রূপমূল অনেক সময় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

বাটা ভরা ভরা কাটা গো সুপারী
ওদে অইল কড়ি, কিও পানের পতিলো।
খাও খাও হামার বাটার পানগুলো,
কিও পানের পতিলো।'

উল্লিখিত অংশে/ভরা ভরা/ উপভাষায় ব্যবহৃত হয় / ভর্‌্যা ভর্‌্যা/রূপে, /সুপারী/ রূপমূল উপভাষায়/সুপ্যারী / উচ্চারিত হয়। এভাবে/ পানগুলো / >/পানও ল্যান/, / পতি/>/ সুয়ামী, বা ভাতার/রূপে উচ্চারিত হয়। মেয়েলী গীতে সেক্ষেত্রে প্রামাণ্য ভাষার ন্যায় রূপমূল গুলো উচ্চারিত হয়। অন্যান্য গীতে প্রামাণ্য ভাষার রূপমূল গুলো যথাক্রমে—/ সাবান/, /জলে/, /ছেলে/, /জামাইবাবু / ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

গ. মেয়েলী গীতে কিছু কিছু রূপমূল ব্যবহৃত হয়, যা প্রামাণ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় না, উপভাষাতেও সব রূপমূল উচ্চারিত হয় না। যথা— /ক্যানবা/, /মাঞা/, /মাঞে/, /রেলেন না/, /রেখেলা/, /পাঙ্কা/, /রেকে/ ইত্যাদি।

রাজশাহীর উপভাষায় পদাদিতে অল্পপ্রাণ ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় /র/ ধ্বনির লোপ আবার অনেক ক্ষেত্রে আগমও ঘটে। যেমন—/রাম বাবুর রামবাগানে/ আংটির / পরিবর্তে রাংটি। এভাবে হয়ত মেয়েলী গীতে/ রেখেলা/, একলা/র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। /মাঞে/ (মাঝা বা কোমর), পাঙ্কা (পাখা), / মাঞা (মাঝা) রূপমূলগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সামাজিক পরিবেশগত কারণে। এ সম্পর্কে সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আলোচনা করা হ'বে।

ঘ. উল্লিখিত রূপমূলসমূহ ছাড়াও মেয়েলী গীতগুলোতে উপভাষার অসংখ্য রূপমূল ব্যবহৃত। প্রায় বিশটি গীতে দেখা গেছে ষাটটি (৬০) উপভাষার রূপমূল অবিকৃতভাবে অন্তর্ভুক্ত। রাজশাহীর উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এ-রূপমূলগুলো মেয়েলী-গীতে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। এবারে মেয়েলী গীতে ব্যবহৃত রাজশাহীর উপভাষার রূপমূলের তালিকা দেওয়া হলো :

মেয়েলী-গীতে ব্যবহৃত উপভাষার রূপমূল	প্রামাণ্য ভাষার রূপমূল
/মাজি/	/মাঝি/
/পাচকার/	/পিছনের/
/হামি/	/আমি/
/বৈট্যা/	/বৈঠা/

মেয়েলী-গীতে ব্যবহৃত উপভাষার রূপমূল	প্রামাণ্য ভাষার রূপমূল
/য্যামন ত্যামন/	/যেমন তেমন/
/দুদ/	/দুধ/
/পান/	/প্রাণ/
/অপরাদ/	/অপরাধ/
/দ্যাশে/	/দেশে/
/বিপকেশ/	/ব্রিফকেশ/
/ট্যাকা/	/টাকা/
/হিনি/	/থেকে/
/আজা/	/রাজা/
/দূষী/	/দোষী/
/লগর/	/নগর/
/ত্যাল/	/তেল/
/উজন/	/ওজন/
/সেন্দুর/	/সিঁদুর/
/চুরি/	/চুড়ি/
/বিচ্যা/	/বিছা/
/তুড়া/	/তোড়া/
/বাবরীআলা/	/বাবরীওয়ালা/
/পকুর/	/পুকুর/
/কুদাল/	/কোদাল/
/মরদডা/	/লোকটি/
/তবে গ্যাসিন/	/তবে/
/টংগী/	/বৈঠকখানা/
/সুরম্যা/	/সুরমা/
/মাতা/	/মাথা/
/মামু/	/মামা/
/মুন্দা/	/মন্দ/
/কা'ত কর্য্যা/	/কিসে করে/
/খাজুর পাটিত/	/খেঁজুর পাটিতে/
/সপের বিচন্যাত/	/সপের বিছনায়/
/গুল্লা/	/গোল্লা/

মেয়েলী-গীতে ব্যবহৃত উপভাষার রূপমূল	প্রামাণ্য ভাষার রূপমূল
/বুজের/	/বোঝের/
/ব্যাবুজ/	/বেবুঝ-অবুঝ/
/কতা/	/কথা/
/ত্যানা/	/ছিন্ন কাপড়/
/লাক/	/নাক/
/লোগ/	/নখ/
/লেক্যা/	/লেখা/
/রাংটি/	/আংটি/
/দামান/	/স্বামী / প্রেমিক/
/চিয়্যার/	/চেয়ার/
/মুন/	/মন/
/পত্যানে/	/পিছনে/
/হাচ'তয়্যো।	/হাতড়িয়ে/
/বেন্যার বিটি/	/লোভী লোকের মেয়ে
/পদীপ/	/প্রদীপ/

রাজশাহী উপভাষায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো নীচে উল্লেখ করা হলো :

(১) পদমধ্যে ও অন্তে মহাপ্রাণ ধ্বনি লোপ,

(২) যুক্তাক্ষর লোপ।

(৩) পদের আদি বা অন্তে সন্মুখ নিম্ন মধ্য/এ্যা/স্বরের আধিক্য,

(৪) পদাদিতে পশ্চাৎ উচ্চ / উ / স্বরের অধিক ব্যবহার,

(৫) পঞ্চমীতে/যিনি/, /হিনি /, সপ্তমীতে / ত/ বিভক্তির ব্যবহার,

(৬) পদের আদিতে অল্পপ্রাণ ঘোষ নাসিকা দন্ত্যধ্বনি /ন/ স্থলে অল্পপ্রাণ ঘোষ পার্শ্বিক দন্তমূলীয়/ ল/ ধ্বনির ব্যবহার।

(৭) অর্ধ-অপিনিহিতির ব্যবহার ইত্যাদি মেয়েলী গীতে ব্যবহৃত উপভাষায় রূপমূল লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ মেয়েলী-গীতে উপভাষার থেকে কিছু স্বতন্ত্র রূপমূল ও ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে, তবে উপভাষার অনেক রূপমূল ও ক্রিয়াও ব্যবহৃত। তাছাড়া ভাব সম্পদ, বাক্য ব্যবহার রীতি, বিভক্তি, প্রত্যয় ব্যবহারে সেগুলি যে রাজশাহী অঞ্চলের মেয়েলী-গীত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নীচে একটি মেয়েলী গীত দেওয়া হলো :

দামান রেখেলা বস্যা অচেন ভাংগা চিয়্যারে,
দামান সিন্দুর পরিবার মুন গিয়াছে।
দামান ট্যাকা আচে নাকি তুমার পকেটে,
দামান পয়সা আচে নাকি তুমার পকেটে,
দামান সিন্দুর কিনিয়া দিলে পরব শিসেতে।
দামান সিন্দুর পরিয়া লাচপো তুমার আগেতে।।
দামান রেখেলা বস্যা আচেন ভাংগা চিয়্যারে,
দামান রফেল পরিবার মুন গিয়াচে;
দামান ট্যাকা আচে নাকি তুমার পকেটে,
দামান রফেল কিনিয়া দিলে পরব লাকেতে;
দামান রফেল পরিয়্যা লাচপো তুমার আগেতে।
দামান রেখেল্যা বস্যা আচেন ভাংগা চিয়্যারে।।

প্রামাণ্য ভাষায় :

দামান একলা বসিয়া আছেন ভাঙা চেয়ারে,
দামান সিঁদুর পরিবার মন গিয়াছে।
দামান টাকা আছে নাকি তোমার পকেটে,
দামান পয়সা আছে নাকি তোমার পকেটে;
দামান সিঁদুর কিনিয়া দিলে পরব সিঁথিতে,
দামান সিঁদুর পরিয়া নাচব তোমার আগেতে।
দামান একলা বসিয়া আছেন ভাংগা চেয়ারে।।
দামান রফেল পরিবার মন গিয়াছে,
দামান টাকা আছে নাকি তোমার পকেটে,
দামান রফেল কিনিয়া দিলে পরব নাকেতে,
দামান রফেল পরিয়া নাচব তোমার আগেতে।
দামান একলা বসিয়া আছেন ভাংগা চেয়ারে।।

সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েলী গীতের মূল্যায়ন

১০. ভাষা সমাজনির্ভর। সামাজিক পরিবেশের উপর এবং ব্যক্তির শ্রেণী-অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেজন্যে একই ব্যক্তি বাইরে বা অফিস-আদালতে যেভাবে বা যে ভাষারূপে কথা বলে, ঘরোয়া পরিবেশে সে ভাষায় কথা বলে না। আবার একজন নিরক্ষর

ব্যক্তি ইচ্ছে করলেও অন্য একজন উচ্চ শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তির মত ভাষা ব্যবহার করতে পারে না।

১·১. ভাষা ব্যবহারে মহিলারা তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। মেয়েলী গীতে সেজন্যে হয়ত অনেক রূপমূল পাওয়া যায় যা মধ্য বা প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হ'তো। যথা --/পুস্করনি/।

১·২. মেয়েলীগীতে অনেক সময় প্রামাণ্য ভাষার রূপমূল ব্যবহৃত হয়েছে—এর পেছনে সামাজিক পরিবেশ ক্রিয়াশীল। কারণ, গীতগুলো সাধারণ কোন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে। এ পরিবেশে স্বাভাবিক-ভাবে মেয়েরা ঘরোয়া রূপমূলগুলো বা উপভাষার রূপমূলগুলো বর্জনের চেষ্টা করেছে। পরিবর্তে এসেছে প্রামাণ্য ভাষার রূপমূল। ফলে মেয়েলী গীতে ভাষার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, তবে তা নিরক্ষর মেয়েদের অজ্ঞতার কারণে। নিরক্ষর মেয়েদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যদের কাছে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ অথবা গীতগুলোকে উঁচু শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার মানসিকতা প্রতিফলিত।

১·৩. রূপমূল ব্যবহারে সংকেত বদল অথবা
কোন কোন রূপমূল মুখে না আনা :-

১·৩.১. মেয়েরা স্বামীর নাম মুখে আনেনা। স্বামীকে সরাসরি /স্বামী/ বলেও সম্বোধন করার রীতি গ্রামীণ মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত নেই। পরিবর্তে রাজশাহীর উপভাষা অঞ্চলে বলা হয়/আমার বাড়ীর মরদডা/, /আমার বাড়ীর মানুষ/, /ছাওয়ালের বাপ/ ইত্যাদি।

মেয়েলীগীতে ব্যবহৃত হয়েছে /দামান/ কোন কোন সময় অবজ্ঞাসূচক ভাবে বলা হয় /ঘুট্যা কুড়ানীর ব্যাটা /,

/জুলাত পড়ার ব্যাটা / ।

১·৩·২ একইভাবে শ্বাশুড়ী রাগ করে ছেলের স্ত্রীকে/ বউ/ সম্বোধন না করে বলে থাকে /পাগারত পড়ার বিটি/,

/ঘুট্যা কুড়ানীর বিটি/,
/শাখতুলনীর বিটি / ।

পাড়াগ্রামে স্ত্রীলোকদের মাঝে শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে এ-ধরনের রূপমূল ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়ত এ-ধরনের রূপমূল বা বাক্যব্যবহার সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

১·৪. একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো / ব্যাটা লম্ট হয় হাটত,
বিটি লম্ট হয় ঘাটত। /

পূর্বে বাজার এলাকায় গণিকাদের আবাসস্থল ছিল ও নেশার উপকরণ পাওয়া যেত। ফলে ছেলেরা বাজারে গেলে তাদের চরিত্র হননের সম্ভাবনা থাকত। অন্যদিকে পুকুর ঘাটে বা নদীর ঘাটে স্ত্রী বা কন্যা গেলে অন্য পুরুষের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পায়। এ দেশে গীতিকাগুলোর নায়িকারা নদীর ঘাটে গোসল করতে গিয়ে প্রেমে পড়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা নদীর ঘাটে গোসল করতে গিয়ে পরপুরুষের প্রেমে পড়েছে। সেজন্য নারী আক্ষেপ করে বলেছে: / হামি ক্যানবা আইলাম নাইতে জলে /।

১.৫. সমাজে পণপ্রথা প্রচলিত। মেয়েলী গীতে পণপ্রথা সংক্রান্ত রূপমূল পাওয়া যায়, যা সামাজিক পরিবেশের প্রভাব।

১·৫.১. পূর্বে পণপ্রথা ছিল, তবে সে সময়ে মেয়ের বাবা পণ নিত। বরের বাবা বা বর সে সময়ে পণ দিতো। যথা: / ময়নার বাপে যতই চাবে গয়না ততই দিব আমি/। / গয়না / রূপমূলটি পণপ্রথার প্রমাণ বহন করে।

১.৫.২. পরবর্তীতে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে যৌতুক দেওয়া শুরু করে। পণপ্রথা সংক্রান্ত রূপমূল যথা/ঘড়ি/, /রাংটি/ ইত্যাদির উল্লেখ মেয়েলী গীতে পাওয়া যায়। ঘড়ির প্রচলন খুব বেশী দিনের নয়। পরবর্তীতে কোন পণ্য যদি পণপ্রথার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাও গীতে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

/তুমার আম্মাক বলিয়া আসিতে চাইয়া আস রাংটি,
আমার আব্বা কাঙ্গাল গরীব কোথায় পাবে রাংটি /।

১·৬. পাড়া গ্রামে গরীব লোকেরা সাধারণত মাটির পাত্র ব্যবহার করত। কিন্তু জামাই এলে কাঁসার বাসনে খেতে দেওয়া, পানি দেওয়া ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। কাঁসার বাসন সেখানে আভিজাত্যের স্বাক্ষর।

/কাঁসার থালত খেতে দিব সুন্দর আম্মাজানের জামাই আরেকে /।

ইতিমধ্যে মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে কাঁসার বাসন পত্র পাড়াগ্রাম থেকেও লোপ পাচ্ছে। [পরবর্তীতে হয়ত কাঁসার বাসনপত্র আভিজাত্যের প্রমাণ বহন করবে না।

১·৭. এক সময় একান্নবর্তী পরিবারব্যবস্থা সমস্ত দেশে প্রচলিত ছিল। একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থার ফলে /দেবর/, /ননদ/, /জা/ ইত্যাদি রূপমূল সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এখন আর বধূরা অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, দেবরের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে অধিকাংশ মেয়েরা এখনও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। মেয়েলী গীতে দেখা যায় নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা /তেল/, আলতা /, /মালা / ইত্যাদি প্রসাধণের জন্য দেবরকে অনুরোধ করছে। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে দেবরকে কেন্দ্র করে ঠাট্টা মসকরা সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে এটা একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা ও নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতার স্বাক্ষ্য বহন করে।

/ দ্যাওরা ট্যাকা আচেনাকি তুমার পকেটে,
পয়সা আচে নাকি তুমার পকেটে ;
ত্যাল কিনিয়া দিলে পরব শিসেতে।

একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থাকে থেকে উদ্ভূত রূপমূল।

/ ভাবী জান/, / বুবুজান/, /ভাসুর/, /শ্বশুর/ ইত্যাদির ব্যবহারও মেয়েলী-গীতে আছে।

১·৮. স্বজনসূচক রূপমূল থেকে সমাজে স্বজনসম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায়। 'পলিগ্যামি' ব্যবস্থার ফলে /সতীন/, /সৎমা/, /সৎভাই/, /সৎবোন/ ইত্যাদি রূপমূলের জন্ম হয়েছে। মেয়েলী গীতে /সতীন/ রূপমূলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

/তুমার ক্যাশের ত্যালেরে লাইলী সতীন বানাইচি,
লাইলী ফিকরিয়া করিবাকি /

১·৯. সামাজিক স্তর অনুযায়ী মানুষ রূপমূল ব্যবহার করে। আবার পরিবেশের প্রভাবে রূপমূলের পরিবর্তন হয়।

১·৯·১. বিয়ের আসরে কন্যা পক্ষের মেয়েরা বর পক্ষকে উত্যক্ত করার জন্য বরপক্ষের দোষ ধরে গীত রচনা করে। উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর্যায়ক্রম

তা অশ্লীল কলহের রূপ নেয়। এ-পরিবেশে অশিক্ষিত মেয়েরা পূর্ব-অভ্যাসবশতঃ অশ্লীল রূপমূল ব্যবহার করে। যথা—

/কুদাল হারান য্যামুন ত্যামুন কুদাল ঢুক্যা দে /, এভাবে / ডালি ঢুক্যা দে /, / চাকু ঢুক্যা দে/, / আস্যাচে কুড়োলের মরদা / ইত্যাদি।

১.৯.২. অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও নিম্নপেশার লোকজন উপভাষা ব্যবহার করে থাকে। উচ্চশিক্ষিত লোকজন পরিবেশ অনুযায়ী প্রামাণ্য ভাষার রূপমূল, কখনও কখনও তৎসম রূপমূল ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মেয়েলী-গীতগুলো যেহেতু কোন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়, সেজন্য শিক্ষিত লোকদের অনুকরণে নিরক্ষর মেয়েরা মাঝে মাঝে প্রামাণ্য ভাষার রূপমূল, তৎসমরূপমূলের ব্যবহার করে। এসব রূপমূল ব্যবহারের পেছনে অনুষ্ঠানের পরিবেশ দায়ী।

যেমন—উপভাষায়/ চুল/ রূপমূলটি প্রচলিত।

কোন কোন সময় প্রতিরূপমূল হিসেবে উপভাষায় ব্যবহৃত হয়, /লুম/, / বালা/, উমা / ইত্যাদি রূপমূল। অভিজাত শ্রেণী কদাচিৎ কেশ / ব্যবহার করে। মেয়েলী-গীতে ব্যবহৃত হয়েছে /কেশ/-এর অনুকরণে /ক্যাশ / রূপমূল।

এভাবে মেয়েলী গীতে ব্যবহৃত হয়েছে / সাবান/, / হস্তে /, /স্বামী /, /মাঞা /, পাঙ্কা /, / রেখেলা / ইত্যাদি রূপমূলগুলি।

১.১০. নামকরণের মাধ্যমে একটি সমাজের বা সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে গ্রাম এলাকায়/ রকেট/, /বুলেট/, শুভ/ ইত্যাদি নাম রাখা শুরু হয়েছে। অথচ মাত্র ৩০-৪০ বৎসর পূর্বেও এলাকায় /সুরুতজান/, /বিবিজান/ /আলেকা/, /ছালে/, / ফুলজান /, / হরভান/, /মড়ি/, /বুন/ /, / গনা/, মালু /, /ছ্যাপা/ ইত্যাদি নামের প্রচলন ছিল। শিক্ষাবিস্তারের পাশাপশি সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলে নামকরণের ক্ষেত্রে নতুনত্ব দেখা দেয়। মেয়েলী-গীতেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মেয়েলী গীতে নামগুলো যথাক্রমে/-/ দুলালা, / মড়ি/, /বুনা/, /গনা/, / মালু/, / ছ্যাপা / ইত্যাদি

নামের প্রচলন ছিল। শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলে নামকরণে ক্ষেত্রে নতুনত্ব দেখা দেয়। মেয়েলী গীতেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মেয়েলী গীতে নামগুলো যথাক্রমেঃ /দুলাল/, / শিউলি/, /শেফালী /, / রেণুকা /, /রফেলা /, / আকবর।, /খাতন, / নাসিমা/ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নতুন যুগের মানুষের স্বাক্ষ্য বহন করে। গীতগুলোর বিষয়বস্তু ও কথা ঠিক রেখে মেয়েরা শুধু নামের পরবর্তন ঘটায়। কেননা গীতগুলো উপস্থিত কোন উপলক্ষে গাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে নামগুলো গীতে এসে যায়।

১.১১. /মুচি/, /ধাওগড়/, / ধাওয়া/, / সাঁতাল/ ইত্যাদি পেশাজীবীদের নাম মেয়েলী-গীতে আছে। বিভিন্ন পেশার মানুষের সহাবস্থান গ্রামের একটা সহজ চিত্র। ফলে বিভিন্ন উপলক্ষে গীতগুলোতে এদের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত।

মেয়েলী গীতগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় এগুলো রাজশাহীর উপভাষায় রচিত হলেও উপভাষা থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। মেয়েলী-গীতগুলো লোকসাহিত্য এবং সাহিত্যের ভাষা থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র তার প্রামাণ বহন করে। তাছাড়া গীতগুলো সমাজভাষা বিজ্ঞানসূচক দৃষ্টিকোণ থেকেও মূল্যবান। কেননা, মেয়েলী গীতে কিছু কিছু রূপমূল রয়েছে, যা উপভাষায় সবসময় প্রচলিত নয়। ফলে গীতগুলোর মাধ্যমে একটি সামাজিক পরিবেশের অনেক সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

[প্রামাণ্য ভাষা অর্থে বাংলার সাধু ও চলিত রূপ নির্দেশিত]

তথ্যনির্দেশ

১. অনিমেষকান্তি পাল :' >একটি লোকগীতিকায় চট্টগ্রামের উপভাষা,' সাহিত্যিকী: ১৭শ বর্ষ, (শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা: ১৩৮৭), পৃষ্ঠা ১৫১-৫৬

২. G. A. Grierson : Linguistic survey of India ; Vol. V, part-1, (Delhi : 1968).

৩. আবদুর রহিম খোন্দকার : 'গৌড়ীয় উপভাষা', সাহিত্যিকী : ১৮শ বর্ষ, (শরৎ-বসন্ত, ১৩৮৮), পৃ. ৬৫-৭৬

৪. পি. এম. সফিকুল ইসলাম : 'রাজাহীর উত্তরাঞ্চলের উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক ভূমিকা', বাংলা একাডেমী পত্রিকা; ঊনত্রিংশ বর্ষ ; ৪র্থ সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র, ১৩৯২), পৃ. ৮৪-১১৫

৫. আবদুর রহিম খোন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮